

১) প্রযুক্তির নাম : নরসিংদী অঞ্চলের অম্লীয় মাটিতে বায়োচার প্রয়োগে মাটির অম্লত্ব প্রশমন ও ফুলকপি- টেঁডশ -পুঁইশাক ফসল ধারার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

২) প্রযুক্তির ছবি :



চিত্রঃ নরসিংদী অঞ্চলের অম্লীয় মাটিতে বায়োচার প্রয়োগে মাটির অম্লত্ব প্রশমন ও ফুলকপি- টেঁডশ -পুঁইশাক ফসল ধারার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

৩) প্রযুক্তির উপযোগিতা : এই প্রযুক্তিটি বাংলাদেশের সর্বত্র অম্লীয় মাটিতে ব্যবহার করা যায়। যেমন-কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৮।

৪) বিস্তারিত বিবরণ :

ফসল ধারা	ফুলকপি	টেঁডশ	পুঁইশাক
জাত	ম্নো হোয়াইট	গ্রীনফিংগার	বারিপুঁইশাক-১
মৌসুম	রবি	খরিপ-১	খরিপ-২
বপন সময়/রোপন সময়	নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ	মার্চের প্রথম সপ্তাহ	জুনের প্রথম সপ্তাহ
বপন/রোপন পদ্ধতি	৩৫ দিন বয়সী চারা	২ টিকরে বীজ	৩৫ দিন বয়সী চারা
সারি থেকে সারি (সেমি)	৫০	২০	২০
বীজ/চারা থেকে বীজ/চারা (সেমি)	৫০	২০	১৫
সেচ ব্যবস্থাপনা	প্রয়োজনমত	প্রয়োজনমত	প্রয়োজনমত
আগাছাদমন	প্রয়োজনমত	প্রয়োজনমত	প্রয়োজনমত
রোগ ও পোকাদমন	প্রয়োজনমত	প্রয়োজনমত	প্রয়োজনমত
ফসল সংগ্রহের সময়	জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ হতে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয়	এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ হতে মে এর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত	জুলাই এর শেষ সপ্তাহ হতে অক্টোবরের প্রথম

সারের মাত্রা:

সার (কেজি/হেক্টর)	ফুলকপি	টেঁডশ	পুঁইশাক
ইউরিয়া	২৮০	১৮০	১৫০
টিএসপি	১৪০	৭০	৫০
এমওপি	১৬০	৯০	৪৫
জিপসাম	১৩০	৫৫	০
জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট)	৫	৩	০
বোরিক এসিড	২	০	০
মুরগির বিষ্ঠা বায়োচার (টন/হেক্টর)	২	০	০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি:

ফুলকপি:

সমস্ত টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট), বোরিক এসিড ও বায়োচার এবং ১/৩ অংশ ইউরিয়া সার জমি তৈরি শেষ চাষের সময় মৌল মাত্রা হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে চারা রোপন ২৫-৩০ দিন ও ৫০-৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

	<p>টেঁডশ: সমস্ত টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট) এবং ১/৩ অংশ ইউরিয়া সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় মৌল মাত্রা হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে বীজ বপনরে ২৫-৩০ দিন ও ৫০-৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।</p> <p>পুঁইশাক: সমস্ত টিএসপি, এমওপি এবং ১/৩ অংশ ইউরিয়া সার জমি তৈরি শেষ চাষের সময় মৌল মাত্রা হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে চারা রোপনের ২৫-৩০ দিন ও ৫০-৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।</p> <p>বায়োচার প্রয়োগ: জমি শেষ চাষের সময় মাটিতে ২টন/হেক্টর ধানের কুড়া বায়োচার প্রয়োগ করে মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।</p> <p>প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি:</p> <table border="1" data-bbox="416 618 1375 934"> <thead> <tr> <th>ফসল</th> <th>অনুমোদিত সার প্রয়োগে ফলন (টন/হেক্টর)</th> <th>অনুমোদিত সার প্রয়োগের সাথে বায়োচারের প্রয়োগে ফলন(টন/হেক্টর)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ফুলকপি</td> <td>২৭.৭৪</td> <td>৩৫.৭৫</td> </tr> <tr> <td>টেঁডশ</td> <td>১৩.১৬</td> <td>১৬.৫৭</td> </tr> <tr> <td>পুঁইশাক</td> <td>২০.১৪</td> <td>২৪.১৭</td> </tr> <tr> <td>মোট ফসল ধারার ফলন(ফুলকপির সমতুল্য ফলন)</td> <td>৫৭.৫৫</td> <td>৭৪.৬৯</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● হেক্টর প্রতি ২ টন মুরগির বিষ্ঠা বায়োচার প্রয়োগে মাটির পিএইচ >১.০০ ইউনিট বৃদ্ধি পায়। ● হেক্টর প্রতি ২ টন মুরগির বিষ্ঠা বায়োচার ব্যবহারের ফলে মোট ফসল ধারার বাৎসরিক ফলন ৭৪.৬৯ টন/হেক্টর(ফুলকপির সমতুল্য ফলন) উৎপাদিত হয় যা অনুমোদিত সারের তুলনায় ২৯.৭৮% বেশি। 	ফসল	অনুমোদিত সার প্রয়োগে ফলন (টন/হেক্টর)	অনুমোদিত সার প্রয়োগের সাথে বায়োচারের প্রয়োগে ফলন(টন/হেক্টর)	ফুলকপি	২৭.৭৪	৩৫.৭৫	টেঁডশ	১৩.১৬	১৬.৫৭	পুঁইশাক	২০.১৪	২৪.১৭	মোট ফসল ধারার ফলন(ফুলকপির সমতুল্য ফলন)	৫৭.৫৫	৭৪.৬৯
ফসল	অনুমোদিত সার প্রয়োগে ফলন (টন/হেক্টর)	অনুমোদিত সার প্রয়োগের সাথে বায়োচারের প্রয়োগে ফলন(টন/হেক্টর)														
ফুলকপি	২৭.৭৪	৩৫.৭৫														
টেঁডশ	১৩.১৬	১৬.৫৭														
পুঁইশাক	২০.১৪	২৪.১৭														
মোট ফসল ধারার ফলন(ফুলকপির সমতুল্য ফলন)	৫৭.৫৫	৭৪.৬৯														
<p>৫) প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ</p>	<p>১। ফসলের উচ্চিষ্টাংশ (যেমন- ধানেরকুড়া ,খড়, ছোলাগাছ, সরিষাগাছ, বালিগাছ, বাদামগাছ ইত্যাদি) দিয়ে বায়োচার তৈরি করে মাটিতে ব্যবহার করা হয়।</p> <p>২। অম্লীয় মাটি প্রশমনে সাধারণত চুন বা ডলোমাইট ব্যবহার করা হয় যা একটি রাসায়নিক পদার্থ। ইহা মাটিতে প্রয়োগের পর কমপক্ষে ১৫ দিন অপেক্ষা করতে হয় বীজ বপন বা চারা রোপনের জন্য। কিন্তু বায়োচারের মত জৈবপদার্থ ব্যবহার করলে ইহা অম্লত্ব হ্রাসের পাশাপাশি মাটিকে কার্বন সমৃদ্ধ করে ও মাটির স্বাস্থ্য বজায় রাখে। বায়োচার প্রয়োগের পর সাথে সাথে বীজ বপন বা চারা রোপন করা যায়।</p> <p>৩। বছরের যেকোন সময় বায়োচার ব্যবহার করা যায়।</p> <p>৪। বায়োচার রাসায়নিক সারের ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি করে।</p>															